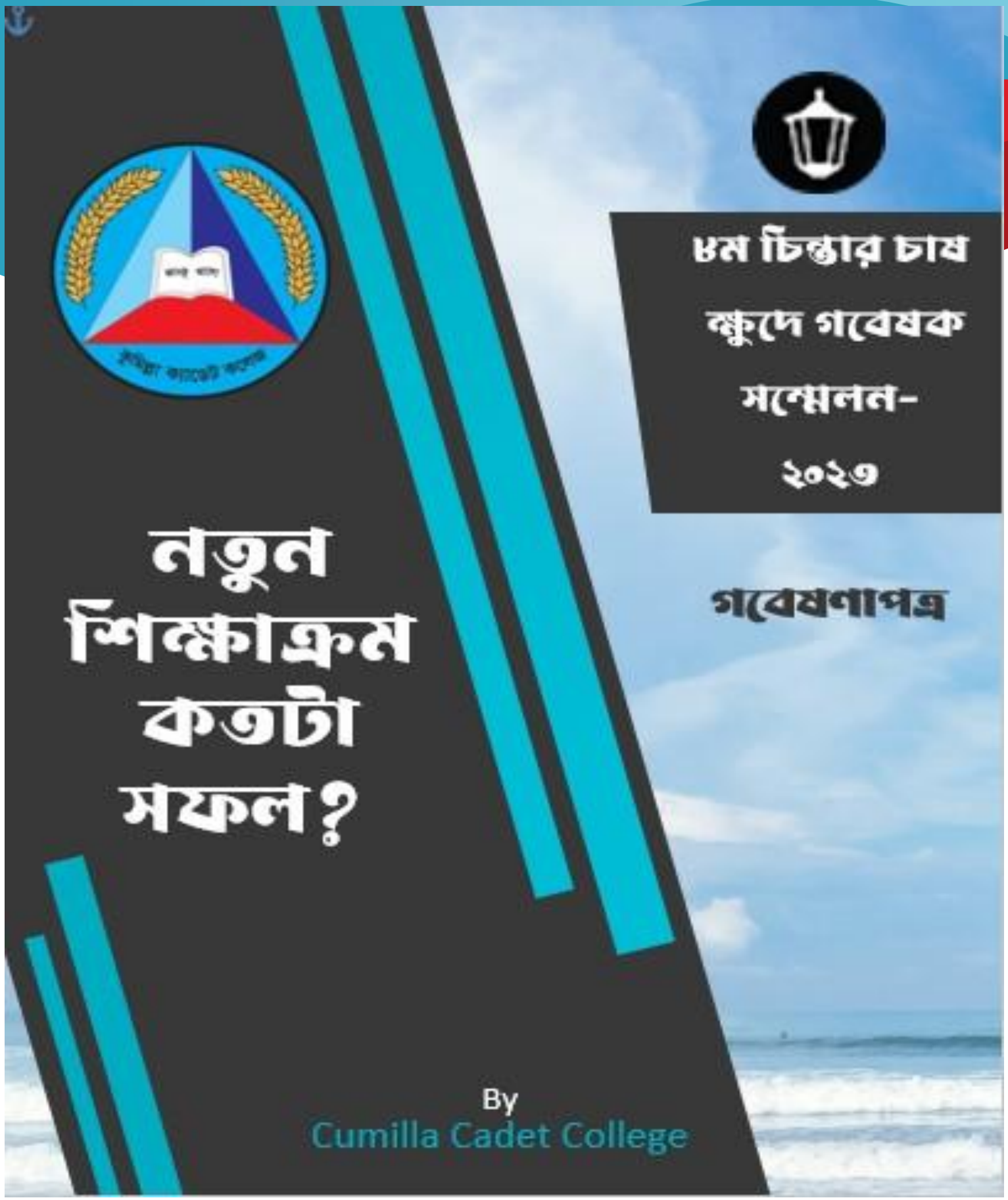
৪র্থ চিন্তার চাষ
ক্ষুদে গবেষক
সম্মেলন-
২০২৩
গবেষণাপত্র
নতুন
শিক্ষাক্রম
কতটা
সফল?
By
Cumilla Cadet College

নামঃ নাহিয়ান আল মাহি

শ্রেণিঃ দশম

নামঃ মেহেদী হাসান

শ্রেণিঃ দশম

নামঃ মোঃ সাদমান সাহাব

শ্রেণিঃ দশম

অংশগ্রহণের ধরণঃ দলীয়

আয়োজন/ইভেন্টঃ গবেষণা পত্র উপস্থাপন

নতুন শিক্ষাক্রম কতটা সফল?

➢ সারাংশঃ

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন শিক্ষাক্রম চালু করা হয় ২০২৩ সালে। ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শ্রেণির পাঠ্যবই শিখন ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আনা হয় ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন কতটা যুগোপযোগী তাই নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের ফলাফল গুলো বিশ্লেষণ করে আমরা এই শিক্ষাক্রমের সাফল্য, সম্ভাবনা ও ঘাটতিগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

ভূমিকাঃ

❖ কেন এই অনুসন্ধান?

গতানুগতিক শিক্ষা ধারা থেকে বের হয়ে আসা ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা, বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে শেখার জন্য নতুন শিক্ষাক্রম অনেক যুগোপযোগী একটা রূপরেখা। ২০২৩ সাল থেকে ধাপে ধাপে তার বাস্তবায়ন শুরু হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ, সপ্তম শ্রেণিতে তার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে বাস্তবায়ন শুরু হবে। ২০২৫ সালে পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় পর্যায়ের সব শিক্ষার্থীকে নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় আনা হবে। আর ২০২৬ সালে উচ্চমাধ্যমিকের একাদশ শ্রেণিতে ও ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণিতে চালু হবে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম।

❖ শিখনপদ্ধতি

নতুন শিক্ষাক্রমে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির দুটি পাবলিক পরীক্ষা থাকবে না। পাশাপাশি নবম ও দশম শ্রেণিতে মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা নামে বিভাগও তুলে দেয়া হবে। সেটি ঠিক হবে উচ্চ মাধ্যমিকে গিয়ে।

এ ছাড়া নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাথমিকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা হবে না। পুরো মূল্যায়ন হবে বিদ্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে। আর মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় বসবে দশম শ্রেণিতে। এরপর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে দুটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দুই পরীক্ষার ফল যোগ করে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা করা হবে।

❖ মূল্যায়ন পদ্ধতি

- নতুন শিক্ষাক্রমে যে শুধু শিক্ষকই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করবেন, তা নয়। নির্দিষ্ট প্যারামিটারে একজন শিক্ষার্থীকে স্ব-মূল্যায়ন এবং সহপাঠী বা দল এবং অভিভাবকের মূল্যায়নের মধ্য দিয়েও যেতে হবে। এর মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীর আচরণভিত্তিক মূল্যায়নও করা হবে। এই মূল্যায়নের জন্যও থাকবে নির্দিষ্ট পারদর্শিতার সূচক।

- মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশ নিলেই বর্গাকৃতির চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আর বৃত্ত দিয়ে বোঝানো হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী শিখেছে। আর ত্রিভুজ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে সর্বোচ্চ ভালো, মানে ওই শিক্ষার্থীরা সব কাজে পারদর্শী।

❖ শিক্ষাক্রমের সাফল্য যেভাবে যাচাই করব

- শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ
- সঠিক মূল্যায়ন
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা

কার্যপদ্ধতিঃ

আমরা এই কাজে সাহায্য নেই কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী (৭ম শ্রেণী) ও অভিভাবকদের।

- **আমরা ৭ম শ্রেণীর ৫৩ শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিঃ**

1. ক্লাসে কতটা অংশগ্রহণ করতে পার?
2. ক্লাসে পড়া সম্পর্কে অনুভূতি কী?
3. পড়ার চাপ কেমন?
4. কোন বিষয় সবচেয়ে ভালো লাগে?
5. কোন বিষয় সবচেয়ে খারাপ লাগে?
6. বই পড়েই কি সব বোঝা যায়?
7. বই পড়তে আগ্রহ পাও?
8. কোন বিষয়টি সবচেয়ে ভালো লাগে? কেন?
9. কোন বিষয়টি সবচেয়ে বিরক্তিকর মনে হয়? কেন?
10. তুমি কি মনে কর এই শিক্ষাক্রম পূর্বের থেকে ভালো?
11. নতুন শিক্ষাক্রমে এ কি করা গেলে আরো ভালো হতো?

- **আমরা ২৫ জন শিক্ষকের কাছ থেকে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিঃ**

(শিক্ষকগণ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আলোকেও মতামত দিয়েছেন)

1. নতুন শিক্ষাক্রমের সুবিধা কী কী?
2. নতুন শিক্ষাক্রমের অসুবিধা কী কী? কেন?
3. মুল্যায়ন কতটা করা যাচ্ছে?
4. আগের শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীদের থেকে এবারের শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন কী কী?
5. চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?
6. নতুন শিক্ষাক্রম এ কি পরিবর্তন করা গেলে আরো ভালো হতো?

সংগৃহীত তথ্যঃ

- **শিক্ষকদের মতামতঃ**

➢ **মূল্যায়ন যতটা হচ্ছেঃ**

সময়স্বল্পতা, শিক্ষার্থীর আধিক্য এবং এখনও নতুন শিক্ষাপদ্ধতির সাথে খাপ খাইয়ে না নিতে পারায় *সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।*

➢ শিক্ষার্থীদের মতামতঃ

➢ **ভালো দিক-**

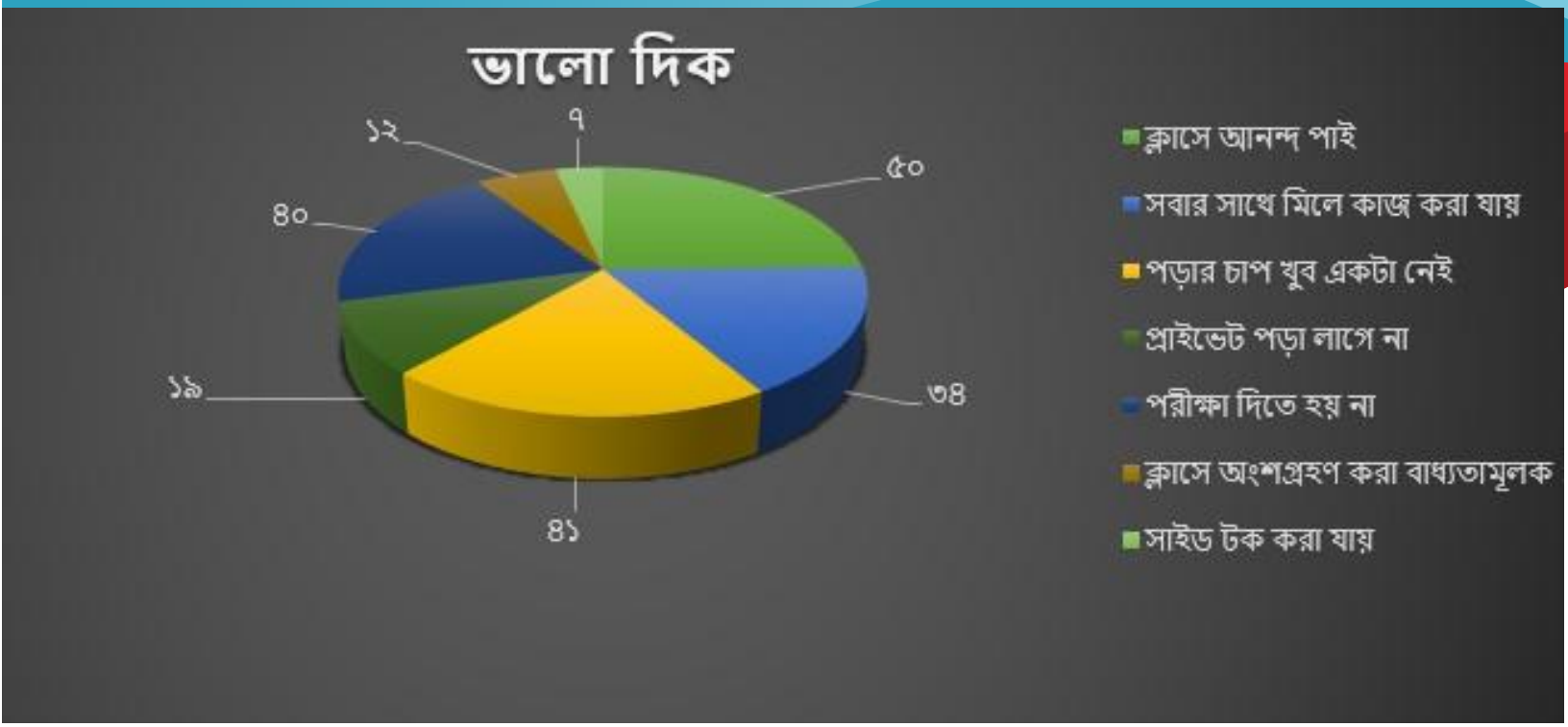
ভালো দিক
১২
৭
৫০
৪০
১৯
৩৪
৪১
ক্লাসে আনন্দ পাই
সবার সাথে মিলে কাজ করা যায়
পড়ার চাপ খুব একটা নেই
প্রাইভেট পড়া লাগে না
পরীক্ষা দিতে হয় না
ক্লাসে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক
সাইড টক করা যায়

➢ **খারাপ দিক-**

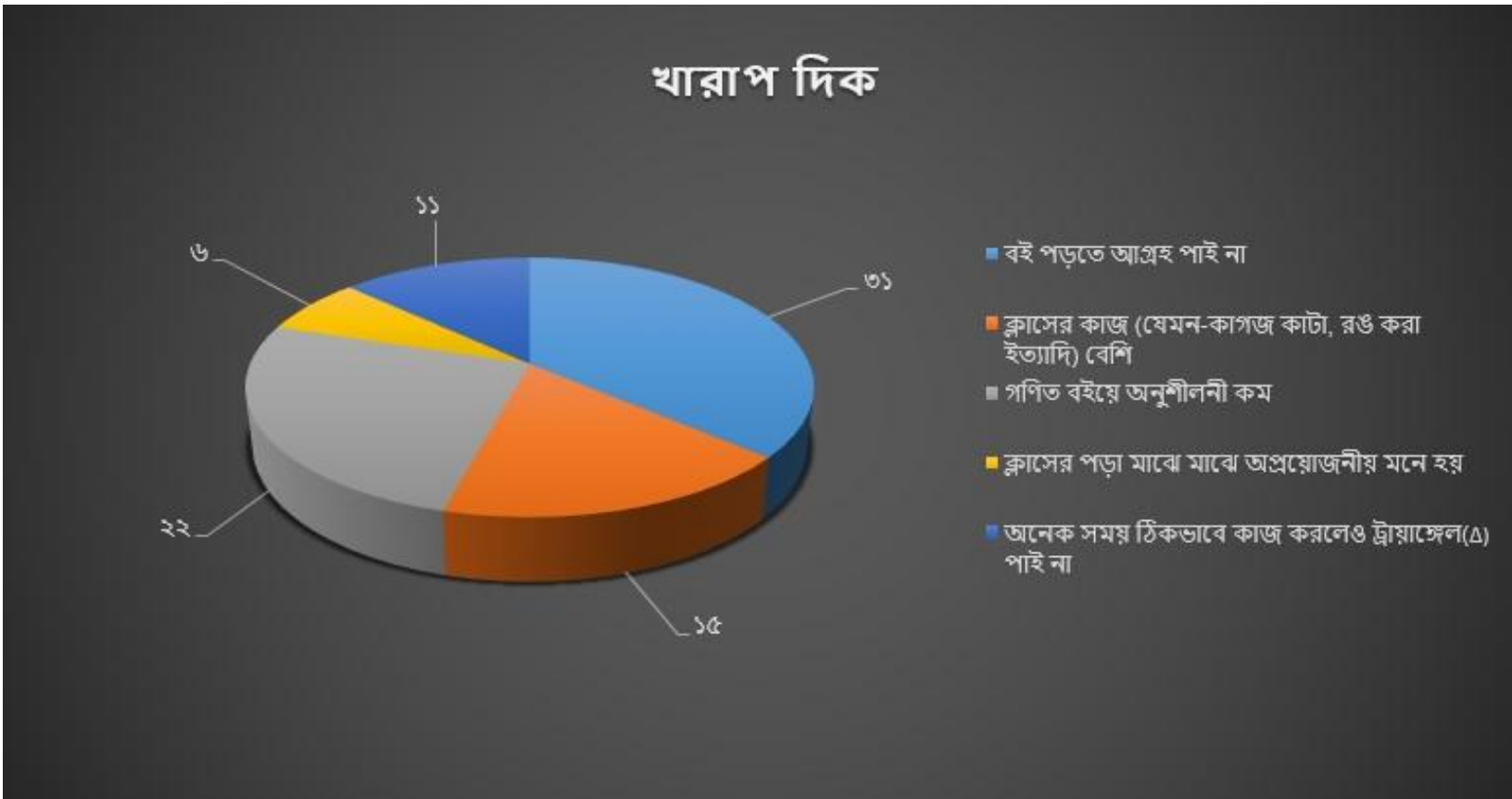
খারাপ দিক
১১
৬
৩১
২২
১৫
বই পড়তে আগ্রহ পাই না
ক্লাসের কাজ (যেমন-কাগজ কাটা, রঙ করা ইত্যাদি) বেশি
গণিত বইয়ে অনুশীলনী কম
ক্লাসের পড়া মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়
অনেক সময় ঠিকভাবে কাজ করলেও ট্রায়াঙ্গেল(Δ) পাই না

ফলাফল বিশ্লেষণঃ

যদিও নতুন শিক্ষাক্রম সহযোগিতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, এই শিক্ষাক্রম বর্তমান বাংলাদেশের সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু সফল হবে সেটাই ভাবার বিষয়। আমরা এই গবেষণায় দেখতে পেয়েছি যে, এই শিক্ষাক্রম খানিকটা সফল হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

- **তার প্রধান কারণ হিসেবে যেগুলোকে শনাক্ত করেছি তা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ**

১) অবকাঠামোগত সমস্যা

২) শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব

৩) সময় স্বল্পতা

৪) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপযুক্ত অনুপাত

৫) পাঠ্যবই আকর্ষণীয় না হওয়া (চলতি বছর আর্থিক সমস্যার কারণে নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার হয়)

৬) সঠিক মূল্যায়ন সুনিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না

- **এতো সব প্রতিবন্ধকতার মাঝেও আমরা এই গবেষণায় বেশ কিছু সফল দিক শনাক্ত করতে পেরেছি। যেগুলো হলো-**

১) শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে

২) শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাচ্ছে

৩) পারস্পারিক সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরী হচ্ছে

- **কিছু আশংকাও চোখে পড়ার মতো-**

১) শিক্ষকদের পক্ষপাতিত্ব করার সম্ভাবনা রয়েছে (কোচিং/প্রাইভেটের মাধ্যমে)

২) যারা নিজেরা একটু এগিয়ে যেতে চায় তাদের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে

৩) অনেকে এই পদ্ধতির সাথে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হতে পারে (যেমনটি হয়েছিল সৃজনশীল পদ্ধতির সাথে-এই পদ্ধতি চালুর ১০ বছরেও অনেক শিক্ষক/শিক্ষার্থী এই পদ্ধতি বুঝে উঠতে পারেনি)।

উপসংহারঃ

- **সুতরাং নতুন শিক্ষাক্রম সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরীঃ**

১) অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে

২) পাঠ্যবইয়ের কন্টেন্ট আকর্ষণীয় করতে হবে

৩) শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

৪) শিক্ষা উপকরণের মূল্য হ্রাস করতে হবে

৫) ক্লাসের পিরিয়ডগুলোর সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে

৬) পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে

➢ তথ্যসূত্রঃ

১) নিউজ বাংলা ২৪

২) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)

৩) প্রথম আলো

৪) ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন

######